রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ১৬, ২০১৬

৬ষ্ঠ খণ্ড

প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরি কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অফিস আদেশ

তারিখ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

নং সিএজি/জিবি-১/পিএফ-১৮২২(১৫)/৫৬—জনাব সুশান্ত কুমার বিশ্বাস, উপ-প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সিএও/গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে ডিসিএ, খুলনায় কর্মরত এর জন্ম তারিখ ঃ ০২-০১-১৯৫৭ খ্রিঃ। তাঁর বয়স ০১-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ৫৯ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। উক্ত তারিখে সরকারি বিধি মোতাবেক তাঁর অবসর গ্রহণ কার্যকর হওয়ায় তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁকে ০২-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ০১-০১-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত পূর্ণ গড় বেতনে ১২ (বার) মাস অবসর উত্তর ছুটির মঞ্জুরী আদিষ্ট হয়ে জারী করা হলো।

বিকাশ চন্দ্র মিত্র
অতিঃ উপ-মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (প্রশাসন)।

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি

প্রজ্ঞাপনসমসূহ

তারিখ, ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

নং বি আর টিএ/৪৩এ/৯২(ভলিউম-২)-৫২২—বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের গত ২৮-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৮০.১০১.০১২.০০.০০.০০১.২০১৬-৩৫নং স্মারকের সুপারিশ এবং সড়ক পরিবহণ সেতু মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ০২-০২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৩৫.০০.০০.০০.০২০.১২.০২৫-৩২ নং স্মারক মোতাবেক এ অথরিটির নিম্নবর্ণিত মোটরযান পরিদর্শকগণকে শর্তসাপেক্ষে চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর বেতনক্রম ২২০০০-৫৩০৬০ টাকায় ও তৎসহ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য ভাতাদিসহ ৯ম গ্রেডের সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) পদে অস্থায়ীভাবে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক তাদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত কর্মস্থলে পদায়ন করা হলো:

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	পদায়িত কর্মস্থল
(১)	জনাব এস এম মাহফুজুর রশীদ, সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং)	বিআরটিএ, মানিকগঞ্জ সার্কেল, মানিকগঞ্জ।
(২)	জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন চৌধুরী, সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং)	বিআরটিএ, মৌলভীবাজার সার্কেল, মৌলভীবাজার।
(৩)	জনাব এটিএম মায়নুল হাসান, সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং)	বিআরটিএ, গোপালগঞ্জ সার্কেল, গোপালগঞ্জ।
(৪)	জনাব মোহাম্মদ আলী আহসান মিলন, সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং)	বিআরটিএ, ঝিনাইদহ সার্কেল, ঝিনাইদহ।
(৫)	জনাব মোঃ শামসুল কবীর, সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং)	বিআরটিএ, ঢাকা মেট্রো-১ সার্কেল, মিরপুর-১৩, ঢাকা।
(৬)	জনাব আবদুর রশীদ, সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং)	বিআরটিএ, লক্ষ্মীপুর সার্কেল, লক্ষ্মীপুর।
(৭)	জনাব মোঃ শফিকুল আলম সরকার, সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং)	বিআরটিএ, রাজবাড়ী সার্কেল, রাজবাড়ী।

শর্তাবলীঃ

(ক) তারা পদোন্নতির তারিখ থেকে ১(এক) বৎসর শিক্ষানবিস হিসেবে কাজ করবেন। শিক্ষানবিসকালে তার/তাদের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক না হলে প্রয়োজনবোধে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করতঃ শিক্ষানবিসের মেয়াদ সর্বসাকুল্যে ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত করতে পারবেন।

(খ) শিক্ষানবিসকালে তার/তাদের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক না হলে কিংবা কর্মদক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ তাকে মূল পদে প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন।

(গ) শিক্ষানবিসকালের মেয়াদ সন্তোষজনকভাবে উত্তীর্ণের পর বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯২ এর ৬(৪) বিধি মোতাবেক পদোন্নতিকৃত পদে তাকে স্থায়ী করা যেতে পারে।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

নং বিআরটিএ/৫১এ/২০০১-৫৩২—এ অথরিটির মুন্সীগঞ্জ সার্কেলের সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিঃ) জনাব এটিএম আব্দুল আউয়াল এর জন্ম তারিখ: ০২-০৩-১৭৫৭ খ্রিঃ হওয়ায় এবং ০১-০১-২০১৬ খ্রিঃ তাঁর বয়স ৫৯ বছর পূর্ণ হবে বিধায় তার আবেদনের প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয়,অর্থ বিভাগ, প্রবিধি-১ শাখার গত ১৪-১০-২০১৫খ্রিঃ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০৬.১৫-৮১ নং স্মারকের নির্দেশনামতে আগামী ০১-০৩-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে তাকে অবসর গ্রহণের আদেশসহ ০২-০৩-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ০১-০৩-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১ (এক) বৎসর অবসর উত্তর ছুটি মঞ্জুর করা হলো।

২। অবসর উত্তর ছুটি বাদে ১৮ (আঠার) মাসের বেশি ছুটি পাওনা থাকায় তার সর্বশেষ গৃহীত মাসিক মূল বেতন ২৮,১০০ টাকা হিসেবে ১৮ (আঠার) মাসের মূল বেতনের সম পরিমাণ (২৮,১০০×১৮)=৫,০৫,৮০০ (পাঁচ লক্ষ পাঁচ হাজার আটশত) টাকা ল্যাম্প গ্রান্ট মঞ্জুরী প্রদান করা হলো।

মোঃ নজরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
(রাজস্ব শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

নং ০৫.৪৩.০০০০.০১১.০৯.০০১.১৬৭(৩)—জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নওগাঁয় কর্মরত সহকারী কমিশনার জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান (১৬১১২) কে তাঁর এখতিয়ারাধীন এলকায় সরকারী দাবী আদায় আইন, ১৯১৩ এর ৩(৩) ধারা মোতাবেক জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসারের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

হেলালুদ্দীন আহমদ
চেয়ারম্যান।

(মাঠ প্রশাসন শাখা)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

নং ০৫.৪৩.০০০০.০১২.০৯.০০১.১৬-২৫৭—প্রশাসনিক প্রয়োজনে এ বিভাগে কর্মরত নিম্নবর্ণিত প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণকে তাদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত কর্মস্থলে বদলি করা হলো:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	নিজ জেলা	পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	পদবীসহ বদলীকৃত কর্মস্থল
(১)	জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন	রাজশাহী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
(২)	মোসাঃ কামরুন নেসা	রাজশাহী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

হেলালুদ্দীন আহমদ
বিভাগীয় কমিশনার।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাংগাইল
(এলএ শাখা)

সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৫ মাঘ ১৪২২/৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

নং ০৫.৩০.৯৩০০.০১৪.০৮.০০৬.১০-৫৫—প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেট, ১৫ অক্টোবর, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত গেজেটে অধিগ্রহণকৃত ভূমির তফসিল সঠিকভাবে উল্লেখ করা হলেও এলএ কেস নং-০১/২০১৫-২০১৬ এর স্থলে ভুলবশতঃ ০৫/২০১৩-২০১৪ উল্লেখ করা হয়।

এমতাবস্থায় এল এ কেস নং ০৫/২০১৩-২০১৪ এর স্থলে ০১/২০১৫-২০১৬ পড়তে হবে।

মুনিরা সুলতানা
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ
(এল.এ. শাখা)
১৯৮২ সনের সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ
কেস নং-০৮/২০১৪-২০১৫
ফরম 'ঘ'
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক)]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছে;

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং উহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইলঃ—

তফসিল

জেলা-মানিকগঞ্জ, উপজেলা-সিংগাইর, মৌজা-সিংগাইর।

আর এস দাগ নং	মোট পরিমাণ (একরে)
২৬০১	০·২৭
২৬০২	০·০৫
২৬০৩	০·০১
	মোট =০·৩৩ একর।

মোঃ মজিবর রহমান
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাজীপুর
এলএ কেস নং-০২/২০১৫-২০১৬
ফরম 'ঘ'
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক)]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নবর্ণিত তফসিলের সম্পত্তি, পরিচালক, "দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় "কাপাসিয়া-গাজীপুর" ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে এ সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য হয়েছে;

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ঐ সম্পত্তি সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হইলঃ—

তফসিল

জেলা-গাজীপুর, উপজেলা-কাপাসিয়া, মৌজা-তরগাঁও, জেএল নং-৬৬।

আর এস দাগ নং	মোট পরিমাণ (একরে)
৪৩১৪	০·২৮০০
৪৩১৫	০·০৭০০
৪৩১৬	০·০৩০০
	মোট =০·৩৮০০

ফারজানা মান্নান
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব ও এলএ)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
১৯৮২ সনের সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ
এল.এ. কেস নং-০৩/২০১৪-২০১৫
ফরম ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক)]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নোক্ত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছে;

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং উহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের (বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড, ঢাকা) উপর অর্পিত হইল:—

তফসিল

মৌজার নামঃ জংগল পোমরা, জে, এল, নং-৪৪, উপজেলা-রাঙ্গুনিয়া, জেলাঃ চট্টগ্রাম।

খতিয়ান নং (বি. এস.)	দাগ নং (বি. এস.)	জমির শ্রেণী	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
১৯৪	৩০৯৬	চালা	০·৪০০০	০·২০০০
১৯৪	৩০৯৫	চালা	০·৩৭০০	০·১৭০০
২৬৬	৩১১৭	নাল	০·২৪০০	০·১৮০০
০১	৩০৯৭	টিলা	১·২৬০০	০·৮২০০
২৬৬	৩১১৬	নাল	০·৪৫০০	০·২৩০০
২৬৬	৩১১৮	নাল	০·১৭০০	০·১৭০০
৫৯	৩১১৯	চালা	০·৭৪০০	০·৩০০০
৫৯	৩১১৮	নাল	০·৭৪০০	০·৪৪০০
৫৯	৩১৩৯	নাল	০·৩৫০০	০·১৩০০
২৩৪	৩১৪১	নাল	০·৩৩০০	০·১০০০
২৩৪	৩১৪২	নাল	০·১৬০০	০·১৫০০
০১	৩১২৩	টিলা	০·৭৮০০	০·০৮০০
০৪	৩১১৫	নাল	০·৪২০০	০·১১০০
				মোট=৩·০৮০০

মোট=৩·০৮ একর।

মেজবাহ উদ্দিন
জেলা প্রশাসক

১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশের আলোকে
এল. এ. মামলা নং-০৫/২০১২-২০১৩
ফরম 'ঘ'
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক)]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লেখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছে;

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং উহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল:—

তফসিল

মৌজার নামঃ জঙ্গল ঘাটচেক, জে, এল, নং-৩৮, উপজেলা-রাঙ্গুনিয়া, জেলাঃ চট্টগ্রাম।

বি. এস খতিয়ান নং	বি. এস দাগ নং	জমির শ্রেণী	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
বি. এস-০১	২৫১ (আংশিক)	ভিটি	০·০৪৫৭
বি. এস-০১	২৫২ (আংশিক)	ভিটি	০·০৫১১
			মোট ভূমির পরিমাণ=০·০৯৬৮

অধিগ্রহণকৃত মোট ভূমির পরিমাণ ০·০৯৬৮ একর।

অধিগ্রহণকৃত ভূমির দাগসূচী ও এলাইনমেন্ট বর্ণিত নক্সা ভূমি অধিগ্রহণ শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রামে রক্ষিত আছে।

মেজবাহ উদ্দিন
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা
(এল.এ. শাখা)
অধিগ্রহণের ঘোষণা/গেজেট বিজ্ঞপ্তি ১১(২) ধরার অধীনে
২০১৫-২০১৬ খ্রিঃ সনের সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা নং-০৩
ফরম 'ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক)]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লেখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছে;

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং উহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল:—

তফসিল

মৌজার নামঃ গোমারবাড়ি, জে, এল, নং-৯৩/২, উপজেলা-চৌদ্দগ্রাম, জেলাঃ কুমিল্লা।

আর এস দাগ নং (আংশিক)	আর এস খতিয়ান নং	দাগে মোট জমি (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির (একরে)
আর.এস-৪০৭ (পেটি-২)	৭৬	০·৯৩০০	০·০২১২
৪০৮	৩৮	১·৬০০০	০·০৭৮৮
			মোট ভূমির পরিমাণ=০·১০০০ একর

সর্বমোট জমির পরিমাণ ০·১০০০ একর।

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা কুমিল্লা এল এ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

মোঃ আবদুল মতিন
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা) হবিগঞ্জ
..... সনের সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা নং-০৪/২০১৪-২০১৫
ফরম-চ
(৬নং বিধি দ্রষ্টব্য)
বিজ্ঞপ্তি
[১১(২) ধারা মোতাবেক)]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজার নামঃ বিরামচর, জে, এল, নং-১৫৫, উপজেলা-হবিগঞ্জ সদর, জেলাঃ হবিগঞ্জ।

এস এ দাগ নং	খতিয়ান	ভূমির পরিমাণ (একরে)
১৯৭	১০৬	০·১৩৫০
১৯৮	২২১	০·১২
১৯৯	১৮০	০·০৭৫০
১৯৬	২১৭	০·৩৩
		মোট= ০·৬৬ একর

অধিগ্রহণকৃত ভূমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

সাবিনা আলম
জেলা প্রশাসক।

..... সনের সম্পত্তি অধিগ্রহণ মামলা নং-১২/২০১৩-২০১৪
ফরম-চ
(৬নং বিধি দ্রষ্টব্য)
বিজ্ঞপ্তি
[১১(২) ধারা মোতাবেক)]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজার নামঃ জগন্নাথপুর, জে, এল, নং-১৫৬, উপজেলা-হবিগঞ্জ সদর, জেলাঃ হবিগঞ্জ।

এস এ দাগ নং	খতিয়ান	ভূমির পরিমাণ (একরে)
৫৫৩	২৭১	০·৩৯
৫৫৯	২০১	০·০৪৫০
৫৬০	২০১	০·১৯৫০
৭৮৭	১৪৩	০·৩৭
		মোট = ১·০০ একর

অধিগ্রহণকৃত ভূমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

সাবিনা আলম
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা
(ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল শাখা)
১৯৮২সনের সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ
কেস নং-০৪/২০১৩-২০১৪
ফরম-'ঘ'
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক)]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজার নামঃ চিনাভাতকুর, জে, এল, নং-৩৭, উপজেলা-চাটমোহর, জেলাঃ পাবনা।

আর এস দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
১	২	৩
২৫৩৩	০·১৭০০	আংশিক
২৫২৬	০·১৪৫০	আংশিক

১	২	৩
২৫৩৪	০·০৮০০	আংশিক
২৫৩৫	০·০১০০	আংশিক
২৫২৪	০·০২৫০	আংশিক
২৫২৫	০·০৬৫০	আংশিক
২৫৩২	০·০২০০	আংশিক
২৫২৩	০·০০৫০	আংশিক
২৫২১	০·০৩০০	আংশিক
২৫২৭	০·১০০০	আংশিক
২৫২৮	০·১৪৫০	আংশিক
২৫৯১	০·১০০০	আংশিক
২৫৯০	০·০৫০০	আংশিক
২৫৯২	০·১৫০০	আংশিক
২৬১৮	০·১৪৫০	আংশিক
২৬১৫	০·১৩০০	আংশিক
২৬০৯	০·০১৫০	আংশিক
২৬১১	০·০৮০০	আংশিক
২৬১২	০·০৮৫০	আংশিক
২৬১৬	০·০২০০	আংশিক
২৬১৭	০·০৩৫০	আংশিক
২৬৩৫	০·০৯০০	আংশিক
২৬৩৮	০·০৪০০	আংশিক
২৬১৪	০·০৬০০	আংশিক
২৬১৩	০·০৯০০	আংশিক
২৬৩৬	০·০১০০	আংশিক
২৬৩৭	০·০৬৫০	আংশিক
২৬০৭	০·০৫৫০	আংশিক
২৬৩৯	০·০৭৫০	আংশিক
২৬১০	০·১৩৫০	আংশিক
		মোট = ২·২২৫০ একর

মৌজার নামঃ নিমাইচড়া, জে, এল, নং-৩১, উপজেলা-চাটমোহর, জেলাঃ পাবনা।

আর এস দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
৪০২৮	০·১০০০	আংশিক
৪০২৯	০·১৮৭৫	আংশিক
৪০৮২	০·৩৫০০	আংশিক
৪০৩৮	০·০৮৫০	আংশিক
৪০৩৭	০·০১০০	আংশিক
৪০৩৬	০·১৩০০	আংশিক
৪০৭৯	০·০৭০০	আংশিক
৪০৮০	০·০১০০	আংশিক
৪০৮১	০·০৫০০	আংশিক
৪০৩৫	০·০৩৫০	আংশিক
৪১০১	০·০৪০০	আংশিক
৪১০২	০·০১৫০	আংশিক
৪০০৩	০·০০৫০	আংশিক
		মোট = ১·০৮৭৫ একর

১। মোট জমির পরিমাণ ২·২২৫০ একর।

২। মোট জমির পরিমাণ ১·০৮৭৫ একর।

সর্বমোট জমির পরিমাণ ৩·৩১২৫ একর।

অধিগৃহিত জমির নক্সা জেলা প্রশাসক পাবনা মহোদয়ের কার্যালয়ের এল, এ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

সালমা খাতুন
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
এল এ নং ২২/পঃউঃপ্রঃ/১৯৯০

সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৫ ফাল্গুন ১৪২২/১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

নং ০৫.৫০.১০০০.০০০.১২.০০০.১৬-১১৩ —বিগত ০৮-০৫-২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের ৬ষ্ঠ খণ্ডে পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৫৬এ প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে মুদ্রণজনিত ত্রুটি নিম্নররূপে সংশোধনান্তে প্রকাশ করা হইল।

মৌজার নাম-ঢাকন্তা, জে এল নং-১২৯, উপজেলা-কাহালু, জেলা-বগুড়া।

যেইরূপে প্রকাশিত হইয়াছে			যেইরূপে প্রকাশিত হইবে		
খংনং	দাগ নং	পরিমাণ	খংনং	দাগ নং	পরিমাণ
২১৪	২১৭	০·০১০	২১৪	২২৭	০·০১০

হায়াত-উদ-দৌলা খাঁন
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম
(এল,এ শাখা)
২০১৪ সালের বাধ্যতামূলক সম্পত্তি অধিগ্রহণ
মামলা নং-০২/২০১৩-২০১৪
ফরম-'ঙ'
(৬নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১২(১) ধারা মোতাবেক)]

যেহেতু, নিম্নোক্ত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করার চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয় নাই এবং ইহার জন্য উক্ত সম্পত্তির মালিক বা স্বার্থবান ব্যক্তিগণ দায়ী নহেন।

সেহেতু, এক্ষণে, ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১২ ধারার (১) উপধারা অনুসারে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, ১৯-০১-২০১৪ তারিখ হইতে নিম্নোক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে গৃহীত অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যধারা বাতিল করা হইল।

তফসিল

মৌজার নামঃ কিশামত পুনকর, জে, এল, নং-১৬৬, উপজেলা-রাজারহাট, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।

খতিয়ান নং	দাগ নং	দাগের মোট জমি (একর)	অধিগ্রণের জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ (একর)	আংশিক/ পূর্ণ
১৮৮	৫০১	০·৪৮	০·৩৩	আংশিক

দাগসূচী ও ভূমি নক্সা এ কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

খান মোঃ নুরুল আমিন
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নীলফামারী
(এল.এল শাখা)
১৯৮২ সনের অধিগ্রহণ কেস নং-০৫/২০০৯-২০১০
ফরম-'চ'
(৬নং বিধি দ্রষ্টব্য)
বিজ্ঞপ্তি
[১২(১) ধারা মোতাবেক)]

যেহেতু, ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর অধীনে নিম্নোক্ত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ০৫/২০০৯-২০১০ নং মামলার কার্যধারা ২০০৯ সনের ০৫ নভেম্বর তারিখে শুরু করা হইয়াছিল, অথচ ইহার জন্য এ পর্যন্ত কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় নাই।

সেহেতু, এক্ষণে, উপরোক্ত অধ্যাদেশের ১২ ধারার (২) উপধারা মোতাবেক বর্ণিত ক্ষমতাবলে আমি সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিয়া উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত সমুদয় কার্যধারা প্রত্যাহার/রদ করিলাম।

তফসিল

মৌজার নামঃ বাড়াইশালপাড়া, জে, এল, নং-৪০, উপজেলা-সৈয়দপুর, জেলাঃ নীলফামারী।

খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
১	২	৩
৩৬৯	১২০৪ অংশ	০.০৩
৩৩১	১২০৫ অংশ	০.৮২
৫৫০	১২০৬ ,,	০.৫৫
৩৯০	১২১০ ,,	০.৭০
৫৩৬	১২১১ ,,	০.০২
৩৭৩	১২১২ ,,	০.০৫
৪৯৬	১২৪৫ ,,	০.১০
৭৫	১৩০৮ পূর্ণ	০.৩৪
৪৯৬	১৩০৯ ,,	০.০৬
৬৪, ৬৫	১৩৯১ অংশ	০.০২
১	১৪০৮ ,,	০.১৮
৬৫	১৪০৯ ,,	০.০৫
৩৭৬,৪৯৬	১৪১০ ,,	০.১৫
৩৭৬	১৪১৬ ,,	০.১৭
৪৯৬	১৪১৭ পূর্ণ	০.৩৯
৭৬	১৪১৮ ,,	০.১০
৭৫	১৪১৯ ,,	০.৫৪
৩০১	১৪২০ অংশ	০.৩২
১	১৪২৪ ,,	০.১০
৭৫	১৪২৭ ,,	০.২৭
৭৩	১৪২৮ ,,	০.৯৫
৭৪	১৪২৯ ,,	১.১০
৭৫	১৪৩০ পূর্ণ	০.১৯
৭৫	১৪৩২ অংশ	০.২০
৭৫	১৪৩৩ ,,	০.০৫
৭৫	১৪৩৪ ,,	০.১৯
৭৫	১৪৩৫ পূর্ণ	০.১০
৭৪	১৪৩৬ ,,	০.০৬
১	১৪৩৭ ,,	০.১৭
৭৪	১৪৩৮ ,,	০.১৯
৭৫	১৪৩৯ ,,	০.১৪
৭৪	১৪৪১ ,,	০.৫৫
৭৫	১৪৪২ ,,	০.২৪
৭৪	১৪৪৩ পূর্ণ	০.২৫
৭৫	১৪৪৪ ,,	০.২৯
,,	১৪৪৫ ,,	০.০৮
,,	১৪৪৭ অংশ	০.০৩
৭৪	১৪৪৮ ,,	০.০৫
৭৫	১৪৪৯ ,,	০.১৪
৭৪	১৪৫০ পূর্ণ	০.১৪
,,	১৪৫১ ,,	০.২২
৭৫	১৪৫২ ,,	০.২২
১	১৪৫৩ ,,	০.১৩

১	২	৩
৭৫	১৪৫৫ পূর্ণ	০.০৭
৭৪	১৪৫৬ ,,	০.২৭
৩৭৩	১৪৫৭ ,,	০.০৬
৩৬	১৪৫৮ অংশ	০.৩০
৬৬, ৬৭	১৪৫৯ পূর্ণ	০.৩৩
৭৫	১৪৬০ ,,	০.৩০
৩৩৪	১৪৬১ ,,	০.২৫
৩৩৯	১৪৬২ ,,	০.২৬
৩০১	১৪৬৩ ,,	০.৫২
৭৫	১৪৬৪ ,,	০.৫২
৭৪	১৪৬৫ ,,	০.৩০
৫৯২	১৪৬৬ অংশ	০.৩৬
৬৬, ৬৭	১৪৬৭ ,,	০.২৫
৫৩৬	১৪৬৮ ,,	০.৮১
৩৩৪	১৪৬৯ পূর্ণ	০.৩৯
৫৬৪	১৪৭০ ,,	০.৩১
,,	১৪৭১ ,,	০.২২
,,	১৪৭২ ,,	০.১০
,,	১৪৭৩ ,,	০.০৮
৫৬৫	১৪৭৪ অংশ	০.০৮
,,	১৪৭৫ ,,	০.০২
		মোট = ১৬.৪৪

মৌজার নামঃ লক্ষণপুর পশ্চিমপাড়া, জে, এল, নং-৩৯, উপজেলা- সৈয়দপুর, জেলাঃ নীলফামারী।

খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একর)
১	২	৩
১২৪	৮২৩ অংশ	১.৭০
১২০	৮২৪ ,,	১.২০
১	৮৩৬ ,,	০.১২
১৯৪, ২০২, ২০৪	৮৬৫ ,,	০.৪২
২২	৮৬৬ ,,	২.২৬
২২	৮৬৭ পূর্ণ	০.০৪
১২৩, ১৮৮	৮৬৮ ,,	০.২১
১৮৮	৮৬৯ ,,	০.২৫
১৪৯	৮৭০ ,,	০.০৯
১৪৯	৮৭১ ,,	০.১৪
,,	৮৭২ ,,	০.০৯
১৬২	৮৭৩ ,,	০.১৪
১৮৮	৮৭৪ ,,	০.১৮
১২৩	৮৭৫ ,,	০.২০
২২	৮৭৬ ,,	০.০৭
১২২	৮৭৭ ,,	০.১৭
,,	৮৭৮ ,,	০.১৪
,,	৮৭৯ অংশ	০.১০
১২২	৮৮০ ,,	০.২২

১	২	৩
১১৪	৮৮৩ অংশ	০.০২
১৮৮	৮৮৮ ,,	০.০২
১৬০	৮৯২ ,,	০.০৪
,,	৮৯৩ পূর্ণ	০.১০
,,	৮৯৪ ,,	০.০৮
,,	৮৯৫ ,,	০.০৯
২২	৮৯৬ অংশ	০.১০
২৬০	৮৯৭ ,,	০.২৬
১৪০	৮৯৮ ,,	০.০২
১	৮৯৯ ,,	০.০২
১	২	৩
১৪৯	১০২৬ পূর্ণ	০.১৫
১৮৮	১০২৭ ,,	০.১৯
১৬২	১০২৮ ,,	০.০৬
,,	১০২৯ ,,	০.১৪
১৬৩	১০৩০ অংশ	০.১২
১৬০	১০৩১ ,,	০.০৭
৩	১০৩২ ,,	০.০৫
		মোট = ৯.২৭

১। বাড়াইশালপাড়া মৌজায়-১৬.৪৪ একর

২। লক্ষণপুর পশ্চিমপাড়া ৯.২৭ একর

সর্বমোট= ২৫.৭১ একর।

মোঃ জাকীর হোসেন
জেলা প্রশাসক।

ডিআইজি আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের কার্যালয়
উত্তরা, ঢাকা।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

নং **১২৬/২০১৬**—৭ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, উত্তরা, ঢাকা'র সশস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, জনাব আলহাজ্ব মোজাম্মেল হক (বিপি-৫৭৭৫০৯০০৪০) এর জন্ম তারিখ ০৫-০৩-১৯৫৭ খ্রিঃ মোতাবেক বয়স ৫৯ (উনষাট) বৎসর পূর্তিতে তাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগ (বাস্তবায়ন প্রবিধি অনুবিভাগ) আদেশ নং-এস, আর, ও ২৫৬/-আইন/২০০৯/অম/অবি(বাস্তঃ-১) জাঃবেঃস্কেল ২/২০০৯/২৩৩ Service (Reorganization and Conditions) Act, 1975, (XXXII of 1975) এর অনুচ্ছেদ ৬(৪) এর (ঘ) এবং ১৯৫৯ সালের নির্ধারিত ছুটি বিধির ৩(১), গণকর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪ এর ৯(১), অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থবিভাগ (বাস্তবায়ন প্রবিধি অনুবিভাগ) আদেশ নং-অম/অবি/প্রবি-১/চাঃবিঃ-৩(অংশ-৩)/৬২ তারিখ ০৬-০৪-২০১০ খ্রিঃ নির্দেশনা মোতাবেক তাহাকে ০৪-০৩-২০১৬ খ্রিঃ অবসর প্রদানপূর্বক আগামী ০৫-০৩-২০১৬ খ্রিঃ হইতে ০৪-০৩-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ১২ (বার) মাসের পূর্ণগড় বেতনে অবসর উত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুর করা হইল।

আবু মুসা মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম খান
ডিআইজি।

অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী।

অফিস আদেশ

তারিখ, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

নং **১২.১৬.৮১০০.০৩৯.১৯.২৩৯.২০১৫/২০১(৯)**—কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীন জনাব মৃনাল কান্তি পান্ডে, সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়, চারঘাট রাজশাহীকে একই বেতনস্কেল ও পদ মর্যাদায় যোগদানের তারিখ হতে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়, পুঠিয়া রাজশাহীর অধীনে বদলীযোগে পদায়ন করা হলো ।

অত্র আদেশ নিজস্বার্থে জারি করা হলো এবং উহা অনতিবিলম্বে কার্যকরী হবে।

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান
অতিরিক্ত পরিচালক।

উপ-পরিচালকের কার্যালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

নং **২৬২/জঃপ্রঃ**—রাজশাহী অঞ্চলের আওতাধীন সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিম্নবর্ণিত সহকারী শিক্ষক-কে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত তাঁর নামের পাশে বর্ণিত পদ ও কর্মস্থলে নিজ বেতন ও বেতনস্কেলে বদলী ভিত্তিক পদায়ন করা হলো।

(১) মোঃ মোখলেছুর রহমান, সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা), সাপাহার সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সাপাহার, নওগাঁ—সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা), নওগাঁ সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নওগাঁ (শূন্য পদে)।

(২) মোঃ আতাউল্লা আশফাক, সহকারী শিক্ষক (বাংলা), নওগাঁ সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নওগাঁ—সহকারী শিক্ষক (বাংলা), হরিমোহন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাই নবাবগঞ্জ (শূন্য পদে)।

(৩) মোছাঃ নাহিদা শারমিন, সহকারী শিক্ষক (চারুকলা), সালেহা ইসহাক সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ—সহকারী শিক্ষক (চারুকলা), পাবনা জেলা স্কুল, পাবনা (বদলীজনিত শূন্য পদে)।

(৪) মোঃ হারুন-অর-রশীদ, সহকারী শিক্ষক (জীববিজ্ঞান), পাবনা জেলা স্কুল, পাবনা—সহকারী শিক্ষক (জীববিজ্ঞান), সালেহা ইসহাক সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ (বদলীজনিত শূন্য পদে)।

১। আবেদনক্রমে এই বদলীর আদেশ জারি করা হলো।

২। বদলীকৃত শিক্ষককে আগামী ১০.০৩.২০১৬.তারিখের মধ্যে বিমুক্ত হতে হবে। অন্যথায় ঐদিন অপরাহ্ন থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বিমুক্ত বলে গণ্য হবেন।

ড. শরমিন ফেরদৌস চৌধুরী
উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)।

দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

নং **দুদক/১৫-৯২(সং-১)/৬০৮৪(২২)**—বিজ্ঞ আদালতের রায়/আদেশ অনুযায়ী জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রাক্তন সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, রাজশাহী-কে শেষ কার্যদিবস অর্থাৎ ২৭-১০-২০১০ হতে ২৬-১০-২০১১ তারিখ পর্যন্ত পূর্ণগড় বেতনে ১ (এক) বছর অবসর উত্তর ছুটি ও ১২ (বার) মাস ছুটি নগদায়ন (ল্যাম্প গ্র্যান্ট) যুগপৎভাবে ভূতাপেক্ষরূপে মঞ্জুর করা হলো। তার গৃহীত অবসর ভাতা ও ছুটি নগদায়ন ছুটিকালীন বেতন হতে সমন্বয় করতে হবে। ছুটিকালীন বার্ষিক বেতন বৃদ্ধিসহ সংশোধিত পেনশন দাবী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পুনঃ উপস্থাপনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

নিরু শামসুন নাহার
পরিচালক (প্রশাসন ও সংস্থাপন)।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
কলাপাড়া, পটুয়াখালী।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

নং **০৫.১০.৭৮৬৬.১০২.০৪.০১৮.১৫-১৫১**—পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন ৪নং মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের ৪নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, পিতা-মৃত গয়জদ্দিন খান, সাং-আলীগঞ্জ, পোঃ-তেগাছিয়া, উপজেলা-কলাপাড়া, জেলা-পটুয়াখালী গত ১৮-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হৃদযন্ত্র ক্রীয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ এর ৩২(১) ধারা অনুযায়ী গত ১৮-১১-২০১৫ খ্রিঃ উক্ত সদস্যপদ শূন্য হওয়ায় আমি মোহাম্মদ মাসুদ হাসান পাটোয়ারী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কলাপাড়া, পটুয়াখালী স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ এর ৩৫(২) ধারা মোতাবেক বর্ণিত সদস্যের পদটি গত ১৮-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে শূন্য ঘোষণা করলাম।

মোহাম্মদ মাসুদ হাসান পাটোয়ারী
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট।

ঘোষণা

তারিখ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

নং **০৫.৪৩.৩৮.৪৭.০০০.০৩.০০১.২০১৬-১২৮(১০)**—জয়পুরহাট জেলার জয়পুরহাট সদর উপজেলাধীন ৯নং চকবরকত ইউনিয়ন পরিষদের ৪নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পিতা-মৃত খলিলুর রহমান, সাং-চকবরকত গত ১৭-২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রাত্রি ১১.৩০ ঘটিকার সময় মটর সাইকেল দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছেন মর্মে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাঁর দপ্তরের স্মারক নং ৬২ তারিখ-১৮-২-২০১৬ খ্রিঃ মারফত অবহিত করেছেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)।

এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ এর ধারা ৩৫ উপধারা (১) ও (২) এর আলোকে আমি মোঃ আমিনুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জয়পুরহাট সদর অত্র উপজেলার ৯নং চকবরকত ইউনিয়ন পরিষদের ৪নং ওয়ার্ডের ইউপি সাধারণ সদস্য পদটি ১৭-২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে শূন্য ঘোষণা করলাম।

মোঃ আমিনুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিস
(প্রশাসন শাখা)

শোক প্রস্তাব

তারিখ, ১৩ জুন ২০১৬ খ্রি.

নং ০৫.০৪.০০০০.০০৯.০২.০৩২.১৫/২৪৯১—বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিসের ম্যানেজার (পরিদর্শন), মো. ঠান্ডা মিয়া হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৬-০৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১২.৪৫ টায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)।

২। মরহুম মো. ঠান্ডা মিয়া ১২-০১-১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে মাদারীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ০৮-০২-১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিসে নিম্নমান সহকারী পদে চাকুরীতে যোগদান করেন। তিনি ম্যানেজার (পরিদর্শন) পদে ২৪-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত পদে বাংলাদেশ স্টেশনারী অফিসে কর্মরত ছিলেন।

৩। মরহুম মো. ঠান্ডা মিয়া দীর্ঘ চাকুরী জীবনে কর্তব্যপরায়ণ, অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও দক্ষ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি স্ত্রী ও দুই ছেলে, দুই মেয়েসহ বহু আত্মীয় স্বজন এবং গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আমি তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

মো. হামিদুল হক
উপপরিচালক (উপসচিব)।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
বকশীগঞ্জ, জামালপুর।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২১ এপ্রিল ২০১৬ খ্রি.

নং ০৫.৩০.৩৯০৭.০০১.০৫.০০১.১৬-২০১—জামালপুর জেলাধীন বকশীগঞ্জ উপজেলার বকশীগঞ্জ সদর ও বাট্টাজোড় ইউনিয়ন এর কিছু মৌজা/গ্রাম নিয়ে নবগঠিত বকশীগঞ্জ পৌরসভা সৃষ্টি হওয়ায় স্থানীয় সরকার বিভাগ পৌর-২ শাখার স্মারক নং ৪৬.০৬৪.০২৮.০৭.০২. ৪৩৯.২০১১-৭০৯, তারিখ: ০৯-০৫-২০১৩ খ্রি. ও জেলা প্রশাসক, জামালপুর এর কার্যালয়ের স্মারক নং ০৫.৩০.৩৯০৭.০১৪.০৩.০০৩.১৪-৬১৫, তারিখ: ০১-১২-২০১৫ খ্রি. এর নির্দেশনা অনুযায়ী স্থানীয় সরকার (পৌরসভা আইন), ২০০৯ এর ১৬(২) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি সুব্রত পাল, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বকশীগঞ্জ, জামালপুর স্থানীয় সরকার (পৌরসভা আইন), ২০০৯ এর ১৬(২) ধারার বিধানমতে নবগঠিত বকশীগঞ্জ পৌরসভা, জামালপুর এর ওয়ার্ডসমূহের প্রাথমিক তালিকা নং:-০৫.৩০.৩৯০৭.০০১.০৫.০০১.১৬-৮৩, তারিখ: ১৬-০২-২০১৬ খ্রি. প্রকাশ করি। উক্ত তালিকা প্রকাশের পর বেশ কিছু ব্যক্তি কর্তৃক আপত্তি উত্থাপিত হয়। উক্ত আপত্তি শুনানী অন্তে নিষ্পত্তি সাপেক্ষে নিম্নোক্তভাবে নবগঠিত বকশীগঞ্জ পৌরসভার চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করলাম।

নবগঠিত বকশীগঞ্জ পৌরসভার সাধারণ ওয়ার্ড বিভাজনঃ

সাধারণ ওয়ার্ড নম্বর	সাধারণ ওয়ার্ডভুক্ত মৌজার নাম ও জেএল নম্বর (পূর্ণ/আংশিক উল্লেখ করতে হবে), আংশিক মৌজার ক্ষেত্রে দাগ নম্বরসূমহ	সংশ্লিষ্ট মৌজার বিপরীতে সাধারণ ওয়ার্ডভুক্ত গ্রাম/পাড়া/ মহল্লার নাম (পূর্ণ/ আংশিক উল্লেখ করতে হবে)	সাধারণ ওয়ার্ডের সীমানা/চৌহদ্দি (উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে শেষ প্রান্তস্থিত রোড, গলি, মহল্লা, খাল ইত্যাদির বর্ণনা। একটি মানচিত্রে ভিন্ন রং এ ওয়ার্ড চিহ্নিত করতে হবে)
১	২	৩	৪
১	মৌজা-মালিরচর জেএল নং-২৭ দাগ-৭২৪-৩৩৯৩, ৩৪৯১-৪০২৩, ৪১০০-৪১০৭, ৪২০১-৪২৪৫	চালাক পাড়া, হাজীপাড়া, বেপারীপাড়া, মৌলভীপাড়া, ঘোষপাড়া, নয়াপাড়া	পূর্বে: নয়াপাড়া পশ্চিমে: চালাকপাড়া পশ্চিম উত্তরে: মালিরচর মৌজার শেষ সীমানা দক্ষিণে: মৌলভীপাড়া বাজার
২	মৌজা-মালিরচর জেএল নং-২৭ দাগ-৩৪০৬-৩৪৩২, ৩৪৩৯-৩৪৭৫, ৩৫১১-৩৫২৩, ৪০২৪-৪০৯৯, ৪১০৮-৪২০০, ৪২৪৭-৪৬৪১, ৬০০০-৬১৬০	মালিরচর তকিরপাড়া, মন্ডলপাড়া, পশ্চিমপাড়া, ধুমালীপাড়া	পূর্বে: মেষেরচর পূর্ব/দক্ষিণ কোণ, মডেল স্কুল ও সাধুরপাড়া রাস্তা পশ্চিমে: ধুমালীপাড়া পশ্চিম কুড়া ও নুরু হাজীর ছেলে ছাত্তার এর বাড়ী উত্তরে: মোলভীপাড়া বাজার দক্ষিণে: ধুমালীপাড়া পাকা রাস্তা
৩	মৌজা-রাজেন্দ্রগঞ্জ জেএল নং-৫৯ দাগ-০১-৪৪, ৮৫-৩৫৪, ২৯২০-২৯২৩, ২৯২৮-২৯৩৪, ২৯৫০-২৯৫২, ২৯৬৪-২৯৯৮ মৌজা-মালিরচর জেএল নং-২৭ দাগ-৩৩৮২-৩৪০৫, ৩৪৩৩-৩৪৩৬, ৩৪৫১-৩৪৬২, ৩৪৭৬-৩৪৯৬, (৬১৬১), ৬১৬৬-৬২১৯, ৬২৮৩-৬৭৫২	মেষেরচর পূর্বপাড়া, মেষেরচর পশ্চিমপাড়া, বড়ইতাড়ী মেষেরচর, নয়াপাড়া।	পূর্বে: মালিরচর মৌজার পূর্ব সীমানা পশ্চিমে: বড়ইতাড়ী ব্রীজ উত্তরে: ধুমালীপাড়া পাকা রাস্তা দক্ষিণে: কাগমারীপাড়া উত্তর সীমানা ও মেরুরচর ইউনিয়নের সীমানা পর্যন্ত

১	২	৩	৪
৪	মৌজা-রাজেন্দ্রগঞ্জ জেএল নং-৫৯ দাগ-২০০৭-২১৮৬, ২৫০০-২৫৯৯, ২৭৭৫-২৭৯০, ২৮০৩-২৯১৯, ২৯৩৫-২৯৪৯, ২৯৫৪-২৯৬৩, ৩০০১-৩০০৯, ৩০১৩-৩২২৪, ৩৭০০-৪২৪৫ মৌজা-চরকাউরিয়া জেএল নং-৬০, ৮৪০, ৮৪৩	দক্ষিণ বাজার, মিয়াপাড়া, সওদাগরপাড়া, সরদারপাড়া, জিগাতলা, কাগমারীপাড়া, ঋসিপাড়া, পাখীমারা, পশ্চিমপাড়া, বায়েনপাড়া	পূর্বে: বাস স্ট্যান্ড ও হাসপাতাল এবং বরকাউরিয়ার মৌজার শেষ সীমানা পশ্চিমে: ঢুলীপাড়া পিছনের ব্রিজ ও পশ্চিমপাড়া চৌরাস্তা উত্তরে: পোস্ট অফিস সংলগ্ন আলালের বাড়ি দক্ষিণে: রাজেন্দ্রগঞ্জ মৌজার শেষ সীমানা
৫	মৌজা-রাজেন্দ্রগঞ্জ জেএল নং-৫৯ দাগ-৪৫-৬৩৬, ১২০১-১৩২৬, ১৫০২-১৫২৭, ১৫৩০-১৬৭৯, ২০০১-২০০৬, ২৭০১-২৭৭৪, ২৭৮৯-২৭৯১, ২৭৯৯-২০৮১, ৩৫৫-৫২৬, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩৪-৬৩৪, ৬২০৩-৬২০৫, ৬২০৮, ৬২২৪-৬২৮২, ৬৩০৩-৬৩০৫, ৬৩০৯, ৬৩৩৮	উত্তর বাজার, নামাপাড়া ও উপজেলা কমপ্লেক্স, বকশীগঞ্জ বাজার, মালিপাড়া, মোদকপাড়া	পূর্বে: গোয়ালগাঁও মৌজার পশ্চিম সীমানা ও কামারপট্টি মোড় পশ্চিমে: নয়াপাড়া ও নামাপাড়া স্কুল ও শ্মশানঘাট উত্তরে: উত্তর বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দক্ষিণে: বাস স্ট্যান্ড ও পোস্ট অফিস সংলগ্ন আলালের বাড়ি
৬	মৌজা-চরকাউরিয়া ১-১৩৫, ৭৫২, ৭৫৩, ৮৪০, ৮৪১, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৮১, ৮৮২ মৌজা-গোয়ালগাঁও জেএল নং-৭ ৩৫০, ৩৬২-৩৬৪, ৩০০১-৩৬৯১, ৪২৯৭-৪৭৮১, ৬৮০০-৭২৮০, ৭২৮২-৭৮২৯ ছোট দাগ-৭২৮১ বাট্টা দাগ- ৬০৫২ ৬০৫২ ৬০৬৬ ৭৬২৭ ৭০৩৯ ৭৮৩০ ৭৮৩১ ৭৮৩২ ৭৮৩৩ ৭৮৩৪ ৬১৬১-৬১৭৫	গোয়ালগাঁও, পূর্বপাড়া, পশ্চিম পাড়, মধ্যপাড়া ও চন্দ্রাবাজ চন্দেরবন্দ, চরিয়াপাড়া	পূর্বে: শ্রীবরদী, শেরপুর সীমানা পর্যন্ত পশ্চিমে: মালিরচর মৌজার পূর্ব সীমানা ও নয়াপাড়া মোড় উত্তরে: বাট্টাজোড় ইউনিয়ন দক্ষিণে: গোয়ালগাঁও মৌজার শেষ সীমানা
৭	মৌজা-চরকাউরিয়া জেএল নং-৬০ দাগ-১৩৬-৭৫১, ৭৬৯-৮৩৯, ৮৪৪-৮৮০, ৩০০০-৩২০২, ৩৩৬২-৩৩৬৭, ৩৩৮৮-৩৩৯৪, ৩৪০০-৩৪০৫, ১৫০০-১৫৩৮, ১৫৬১-১৬১৩	ওয়ার্ড নং ৭: চরকাউরিয়া উত্তর/ দক্ষিণ সীমারপাড়, চরকাউরিয়া পাখিমারা, সরকারবাড়ী	পূর্বে: চরকাউরিয়া পশ্চিমপাড়া ও মাঝপাড়া উত্তর পশ্চিমে: বাস স্ট্যান্ড ও হাসপাতাল উত্তরে: জেলখানা ও উত্তর/পশ্চিম কামারপট্টি মোড় দক্ষিণে: চরকাউরিয়া মৌজার শেষ সীমানা
৮	মৌজা-চরকাউরিয়া জেএল নং-৬১ দাগ-৭৫৪-৭৬৮, ৮৮৩-৯০০, ৯০১-১০০০, ১০০১-১০০৮, ১৫৪১-১৫৫৮, ১৬৫১-১৭০০, ১৭০১-১৮০০, ১৮০১-১৮২৮, ২০৬৯-২২০০, ২২০১-২২৮০, ৩২৫৬-৩৯০০, ৩৯০১-৩৯৪৪	ওয়ার্ড নং ৮: চরকাউরিয়া মাঝপাড়া, চরকাউরিয়া উত্তর মাঝপাড়া ও চরকাউরিয়া মাঝপাড়া পশ্চিম, দড়িপাড়া	পূর্বে: মাঝপাড়া তিন রাস্তা সংলগ্ন ফুরকানের বাড়ী পশ্চিমে: তালগাছ, সাইদের মিলের পূর্ব পার্শ্বের রাস্তা উত্তরে: খোশালপুর পশ্চিম ও জেলখানা দক্ষিণে: দড়িপাড়া পশ্চিম পাশের ইটের ভাটা ও নিলক্ষিয়া ইউনিয়ন সীমানা পর্যন্ত
৯	মৌজা-চরকাউরিয়া জেএল নং-৬০ দাগ-১৮৮৭-১৯০০, ১৯০১-১৯০৩, ৩৭০৭-৩৯০০, ৩৯০১-৩৯৬৮, ৫০০১-৫৪৫১, ৫৪৫২-৫৫০০, ৫৫০১-৫৬০০, ৫৬০১-৫৯০২	টিকরকান্দি, খামারপাড়া, টালিয়াপাড়া, ভাটিয়াপাড়া	পূর্বে: শ্রীবরদী, শেরপুর সীমানা পর্যন্ত পশ্চিমে: চরকাউরিয়া সীমারপাড় উত্তরে: শ্রীবরদী সীমানা পর্যন্ত দক্ষিণে: শ্রীবরদী ও নিলক্ষিয়া ইউনিয়ন সীমানা পর্যন্ত

সুব্রত পাল
উপজেলা নির্বাহী অফিসার

বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়

সিলেট বন বিভাগ, সিলেট

সিলেট বন বিভাগের ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ সনের জন্য মুর্তা মহাল বিক্রয়ের দরপত্র

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৮ মে ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৫৫/মুর্তা অব ২০১৬-২০১৮ (দ্বি-বার্ষিক)—সিলেট বন বিভাগের নিম্ন তফসিলে বর্ণিত মুর্তা মহালসমূহ ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ (দ্বি-বার্ষিক) সনের জন্য দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রয়/ইজারা প্রদানের নিমিত্তে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট কর্তৃক নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে সিলেট বন বিভাগের হালনাগাদ তালিকাভুক্ত মহালদারগণের নিকট হইতে বদ্ধখামে দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। দরপত্র আগামী ২৭-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১.০০ ঘটিকার মধ্যে বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট; বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা; বিভাগীয় বন কার্যালয়, সিলেট এর কার্যালয়ে রক্ষিত দরপত্র বাক্সে জমা দিতে হইবে। দরপত্র আগামী ২৮-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১২.০০ ঘটিকার সময়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির উপস্থিতিতে খোলা হইবে। ইচ্ছা করিলে দারপত্রদাতাগণ দরপত্র খোলার তারিখ ও সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। দরপত্রের শর্তাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অত্র কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কার্যালয় হইতে দেখিতে ও জানিতে পারা যাইবে।

শর্তাবলী

১। মুর্তা মহাল ইজারা/বিক্রয় দরপত্রে অংশগ্রহণকারীকে অবশ্যই সিলেট বন বিভাগের তালিকাভুক্ত মহালদার হইতে হইবে এবং তাহার মহালদারী তালিকাভুক্তির সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ উহা হালনাগাদ নবায়ন থাকিতে হইবে। সিলেট বন বিভাগের তালিকাভুক্ত মহালদার ব্যতীত কেহ দরপত্রে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না। দরপত্রের সহিত হালনাগাদ তালিকাভুক্তিসহ মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর পরিশোধের সত্যায়িত আলোকছাপ দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় দরপত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে না।

২। দরপত্র দাতাকে দরপত্রের সহিত দ্বি-বার্ষিক সনের জন্য মোট উদ্ধৃত মূল্যের শতকরা ১০% (দশ ভাগ) হারে বায়নার টাকা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট এর বরাবরে (Pledged to D. F. O, Sylhet) যে কোন তফসিলভুক্ত ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার মূলে জমা দিয়া গৃহীত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার দরপত্রের সাথে জমা দিতে হইবে। বায়নার টাকা জমা দেওয়া ছাড়া দরপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না। অকৃতকার্য দরপত্র দাতার বায়নার টাকা যথাসময়ে ফেরত প্রদান করা হইবে।

৩। দরপত্রে অংশগ্রহণকারী তালিকাভুক্ত মহালদারকে দরপত্র দাখিলের পূর্বে তফসিলে বর্ণিত মুর্তা মহালগুলি পরিদর্শন করিয়া দরপত্রে অংশগ্রহণ করিতে হইবে। মুর্তা মহালগুলি পূর্বে না দেখার অজুহাতে দরপত্র গ্রহণের পর দরপত্র দাতার কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

৪। দরপত্র অবশ্যই বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও নির্ধারিত ছকপত্রে/সিডিউলে দাখিল করিতে হইবে। নির্ধারিত ছকপত্র (সিডিউল) বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট; বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা; বিভাগীয় বন কার্যালয়, চাঁদনীঘাট, সিলেট; (টাউন রেঞ্জ) এর কার্যালয় হইতে নগদ ৪০০ (চারশত) টাকা (অফেরৎ যোগ্য) প্রদানপূর্বক ২৬-০৬-২০১৬ইং তারিখ পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে (ছুটির দিন ব্যতীত) ক্রয় করা যাইবে। দরপত্রের ছকপত্র (সিডিউল) ক্রয়ের সময় হালনাগাদ মহালদারী তালিকাভুক্তি প্রদর্শন করিতে হইবে। অন্যথায় দরপত্র সিডিউল সরবরাহ করা যাইবে না। দরপত্র দাতাকে সিডিউল ক্রয়ের রসিদ দরপত্রের সাথে গাঁথিয়া জমা দিতে হইবে।

৫। প্রতিটি মহালের জন্য আলাদা পৃথক পৃথকভাবে দরপত্র সিডিউল ক্রয় করিতে হইবে এবং পৃথক পৃথকভাবে দরপত্র দাখিল করিতে হইবে। খামের উপর মহাল নং ও নাম লিখিয়া দিতে হইবে।

৬। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইজারা অনুমোদন পদ্ধতিগত কারণে বিলম্ব ঘটিলে, তজ্জন্য মহালদার কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন না বা মহালের কার্যাদেশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন বা বায়নার টাকা ফেরত দাবী করিতে পারিবেন না।

৭। যাহার দরপত্র গ্রহণ করা হইবে, তাহাকে দরপত্র গ্রহণের সংবাদ জানানোর ৩ (তিন) দিনের মধ্যে প্রত্যেক মহালের জন্য গৃহীত মূল্যের ২৫% হারে জামানত বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট বন বিভাগ, সিলেট বরাবরে তফসিলভুক্ত ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/পাসবহি এর মাধ্যমে জমা দিয়া উহা অত্র দপ্তরে জমা প্রদান করতঃ নির্ধারিত ফরমে চুক্তিনামা সম্পাদন করিতে হইবে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ইচ্ছা করিলে জামানতের টাকা বিক্রয় মূল্যের শতকরা ৭০% (সত্তর) ভাগ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন। মহালক্রেতা মহালের মোট ইজারা/বিক্রয় মূল্যের ১ম কিস্তি বাবদ ৫০%, হারে (টাকা) অনুমোদনপত্র ইস্যুর তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিশোধ করতঃ কার্যাদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। কার্যাদেশ গ্রহণ ব্যতীত মহালের মুর্তা কর্তন ও আহরণ করা যাইবে না। অনিবার্য কারণে কিস্তির টাকা পরিশোধের সময়/তারিখ পুনঃ নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দিলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ইচ্ছা করিলে, উহা পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবেন। অবশিষ্ট পাওনা ৫০% টাকা চূড়ান্ত কিস্তি মহালের মেয়াদকালীন সময়ে অনধিক ৬(ছয়) মাসের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

৮। মহালক্রেতাকে মুর্তা মহালের ইজারা/বিক্রয় মূল্যের উপর সরকার নির্ধারিত ৫% হারে উৎসে আয়কর এবং ১৫% হারে উৎসে মূল্যসংযোজন কর ১ম কিস্তির সহিত এককালীন পরিশোধ করিতে হইবে। ইহাছাড়া ইতোমধ্যে সরকারি অন্য কোন প্রকার কর আরোপিত হইলে বা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে কর প্রদানের যেই হার ধার্য হইবে, সেই হারে মহালক্রেতা উহা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৯। ৭ নং শর্তে বর্ণিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে জামানতের টাকা জমা দিতে ও চুক্তিনামাপত্র সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হইলে কৃতকার্য দরপত্র দাতার বায়নার টাকা (Earnest money) সরকারের বরাবরে বাজেয়াপ্ত করা হইবে। তাহা ছাড়াও বন বিভাগের তালিকাভুক্তি বাতিল করতঃ কালো তালিকাভুক্তি (Black Listed) করা যাইতে পারে। পরবর্তীতে মহালটি বিক্রয়জনিত কারণে যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হইবে তাহা "সরকারি পাওনা" হিসাবে সার্টিফিকেট মামলা করিয়া আদায়ের জন্য ১ম দরপত্র দাতার বিরুদ্ধে সকল প্রকার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে। এতদ্ব্যতীত উক্ত দরপত্র দাতার অন্য কোন মহালের জামানত কিংবা অন্য কোন প্রকার অর্থ বন বিভাগের নিকট পাওনা থাকিলে, তাহা হইতে সরকারের পাওনা অর্থ কর্তনক্রমে আদায় করা যাইবে।

১০। মহাল পুনঃ বিক্রয় বা বকেয়া কিস্তির টাকা বা চুক্তি বাতিলজনিত কারণে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হইলে, উহা পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট মহাল ক্রেতাকে সময় নির্ধারণ করিয়া নোটিশ প্রদান করা হইবে। উক্ত নোটিশে বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত আর্থিক ক্ষতি/বকেয়া পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে, উক্ত ক্ষতি ও মহাল সংক্রান্ত অন্যান্য বকেয়া পাওনা ভূমি রাজস্ব (Arrear of Land Revenue) হিসাবে সার্টিফিকেট মামলা জারীর মাধ্যমে আদায়যোগ্য হইবে।

১১। জামানতের টাকা জমা দিয়া চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর ইজারা/বিক্রয় মূল্য (আয়কর ও ভ্যাটসহ) পরিশোধক্রমে কার্যাদেশ গ্রহণে ব্যর্থ হইলে, দরপত্র দাতার জামানত সরকারের বরাবরে বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং তাহার দরপত্র বাতিল করা হইবে।

১২। দরপত্র দাতাকে যথেষ্ট স্থাবর/সম্পত্তির মালিক অথবা প্রতিষ্ঠিত স্বচ্ছল ব্যবসায়ী হইতে হইবে। আর্থিক স্বচ্ছলতার স্বপক্ষে ব্যাংক কর্তৃক সনদপত্রের মূলকপি/সত্যায়িত কপি দরপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

১৩। যাহার নিকট বন বিভাগের পূর্ববর্তী কোন বকেয়া রাজস্ব অনাদায়ী রহিয়াছে অথবা যাহাদের বিরুদ্ধে বকেয়া পাওনা বাবদ সার্টিফিকেট মামলা মুলতবী রহিয়াছে অথবা যাহারা বন আইনে অপরাধী বলিয়া দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন, তাহাদের দরপত্র গ্রহণ করা বা না করা কর্তৃপক্ষের বিবেচনা সাপেক্ষ।

১৪। মহালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর মহালের অভ্যন্তরে অকর্তিত যে মুর্তা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা সরকারের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে এবং সরকার ইচ্ছামত এই মুর্তা পুনঃ বিক্রয় করিতে পারিবেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি রাজস্ব হিসাবে গণ্য হইবে। তবে মহালের মেয়াদকালীন সময়ে কর্তিত অনাহরিত কোন মুর্তা থাকিলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক ধার্যকৃত হারে জরিমানা পরিশোধ সাপেক্ষে শুধুমাত্র কর্তিত মুর্তা আহরণের জন্য সাময়িক সময় প্রদান করা যাইবে।

১৫। তফসিলে বর্ণিত মুর্তা মহালগুলি ২(দুই) বৎসরের জন্য ইজারা/বিক্রয় করা হইবে এবং তাহার মেয়াদ (কার্যকাল) ২০১৮ সনের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মহালের কাজ শেষ করিতে হইবে।

১৬। মুর্তা মহালের চুক্তি মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ অথবা তৎপূর্বে মহালদার তাহার মুর্তা মহাল সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তাকে সমজাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৭। মুর্তা মহালের ক্রেতাগণ মুর্তা কাটার সময় নিম্নলিখিত নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন :

(ক) মহালক্রেতা বা তাহার কোন এজেন্ট বা শ্রমিক মহালের কচি বা ডগা মুর্তা কাটিতে পারিবেন না।

(খ) মুর্তা কাটার সময় যদি কোন কচি বা ডগা মুর্তা কাটা বা নষ্ট হয়, তজ্জন্য ক্রেতা প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত মুর্তার জন্য ১/-(এক) টাকা হারে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(গ) মহালক্রেতাকে কিংবা তাহার নিযুক্ত শ্রমিককে মাটির সমতায় মুর্তা কাটিতে হইবে। কোন অবস্থাতেই মাটি হইতে ৩″ উর্ধ্বে কোন মুর্তা কাটিতে পারিবেন না।

(ঘ) মহালক্রেতাকে মুর্তা মহালের মুর্তা ব্যতীত অন্য কোন বনজদ্রব্য আহরণ বা স্থানান্তর করিতে পারিবেন না।

(ঙ) মুর্তা মহাল হইতে ৩″ ইঞ্চির উপরে কোন মুর্তা কাটা গেলে, ক্রেতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক ধার্যকৃত হারে অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত মুর্তার জন্য ১/-(এক) টাকা হারে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(চ) মহালক্রেতার কোন অনিয়মের কারণে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ ক্রেতা যথাসময়ে প্রদান না করিলে, উহা জামানতের টাকা হইতে আদায় করা হইবে।

১৮। বিক্রিত মুর্তা মহলের উন্নতি সাধনে সরকার মহাল এলাকার খালি জায়গায় (Vacant Land) মুর্তার চারা রোপন (Plantation) করিতে পারিবেন এবং ইহাতে মহালদার সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৯। সরকার কর্তৃক মহালের উন্নতি বিধানের সকল কাজে মহালক্রেতা সহযোহিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন। উক্ত কাজে মহালক্রেতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন প্রকার বাঁধা সৃষ্টি করিলে, তাহার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্তসহ মহাল বিক্রয় করা হইবে।

২০। সীমান্ত গোলযোগের দরুন বিক্রয়কৃত মহালের কাজের ব্যাঘাত হইলে অথবা তজ্জন্য মহালক্রেতার অন্য কোন প্রদান ক্ষতি সাধিত হইলে, সরকারকে দায়ী করা যাইবে না বা সরকার কোন রকম ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবে না।

২১। এই দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে মুদ্রণজনিত বা অন্য কোন প্রকার ভুল ধরা পড়িলে, তাহা সংশোধন এবং অন্য যে কোন শর্ত বা শর্তাংশ প্রয়োজনে যে কোন সময় সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার জন্য যাবতীয় ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার থাকিবে। ইহার জন্য কাহারও কোন প্রকার আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

২২। মহালের সীমানাজনিত যে কোন বিবাদে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

২৩। অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির তফসিলে বর্ণিত যে কোন মহাল বিক্রয় সংযোজন অথবা বিয়োজন করার ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট সংরক্ষণ করেন।

২৪। অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির তফসিলে বর্ণিত যে কোন মুর্তা মহাল ধার্যকৃত তারিখে বিক্রয়/ইজারা প্রদানের জন্য উপযুক্ত/গ্রহণযোগ্য দরপত্র পাওয়া না গেলে, উহা বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত একই অনুমোদিত শর্তে পরবর্তীতে পুনরায় দরপত্র আহ্বান, দরপত্র সিডিউল বিক্রয় এবং দরপত্র গ্রহণের তারিখ পুনঃনির্ধারিত করতঃ দরপত্র আহ্বান করার ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার থাকিবে।

২৫। মুর্তা মহাল হইতে রাস্তা, নদী অথবা যে কোন পথে বনজদ্রব্য বাহির করিয়া গন্তব্যস্থলে লইয়া যাওয়ার জন্য বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১১ইং অনুসরণ করিতে হইবে/মানিয়া চলিতে হইবে।

২৬। জামানতের টাকা মহালের বিক্রয় মূল্যের সহিত সমন্বয় করা যাইবে না।

২৭। ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকার উর্ধ্বে দরমূল্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে থাকিবে।

২৮। মহাল ইজারা/ক্রয়ের পর হইতে মহালের সকল লতাগুল্ম ও আগাছা কর্তন করতঃ মহাল পরিষ্কারের দায়িত্ব ক্রেতার উপর বর্তাইবে। ক্রেতা তাহার নিজ খরচে ঐ সমস্ত কাজ করিতে বাধ্য থাকিবেন। ক্রেতা ইহা করিতে ব্যর্থ হইলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সমস্ত কাজ সম্পাদনের জন্য রেঞ্জ কর্মকর্তাকে আদেশ দিতে পারিবেন এবং ক্রেতার জমাকৃত জামানতের টাকা হইতে ঐ খরচ মিটানো যাইবে।

২৯। মুর্তা কর্তনের সময় খাড়া মুর্তা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে অথবা নষ্ট করিলে তাহার জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা প্রতিটি মুর্তার ক্ষেত্রে ১/-(এক) টাকা হারে জরিমানা ধার্য করিতে পারিবেন।

৩০। সর্বোচ্চ বা যে কোন দরপত্র গ্রহণ করা বা না করা টেন্ডার কমিটি/কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারভুক্ত। ইহার জন্য টেন্ডার কমিটি/কর্তৃপক্ষ কাহারও নিকট কোন প্রকার কারণ দর্শাইতে বাধ্য নহেন।

৩১। এই দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে বা সংশ্লিষ্ট মহাল বিক্রয় উত্তর পরিস্থিতিতে উত্থাপিত কোন প্রশ্নে বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

দরপত্রের শর্তাবলী অনুমোদন করা হইল।

অবনী ভূষণ ঠাকুর
বন সংরক্ষক
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বন ভবন
মহাখালী, ঢাকা।

আর.এস.এম. মুনিরুল ইসলাম
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
সিলেট বন বিভাগ
সিলেট।

তফসিল

ক্রমিক নং	মহাল নং ও সন	মহালের নাম	রিজার্ভ/আনক্লাস	আয়তন	সীমানা বা দাগ নং
১.	সিলেট/০১/মূর্তা অব ২০১৬-২০১৮	ধারিরকান্দি	ইউ.এস.এফ সংরক্ষিত বন	১২৮১.১৮	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ১০, ১৭, ২০, ১৪৬, ১১৫, ১২০, ১২১, ১২২, ১৪৮, ১২৭, ১২৮, ১৫০, ১৪৬, ১৫২, ১১, ৫৩, ১৬, ১২৪, ৬৩, ৬৪, ৮৬, ১৪২, ১০০, ১২৫, ৭, ৯, ১৫, ১০৫, ১১১, ১৪১, ১৬১ ও ১৩০।
২.	সিলেট/০২/মূর্তা অব ২০১৬-২০১৮	থুবরী হাওর	সংরক্ষিত বন	১২.৩৫	৭ ও ১৭।
৩.	সিলেট/০৩/মূর্তা অব ২০১৬-২০১৮	চৌধুরীকান্দি	প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বন	৩৪.১৩	১৬, ১৭, ১৯।
৪.	সিলেট/০৪/মূর্তা অব ২০১৬-২০১৮	শীলচান্দ হাওড় ও চৌধুরীকান্দি	সালুটিকর বিট ২০০৩-০৪ ইং সনে সৃজিত বাগান।	২৭.১৭	২৫, ৩৫, ৩৬।
৫.	সিলেট/০৫/মূর্তা অব ২০১৬-২০১৮	শীলচান্দ হাওড় ও চৌধুরীকান্দি	সালুটিকর বিট ২০০৪-০৫ ইং সনে সৃজিত বাগান।	৬১.৭৫	২৫, ২৭, ২, ৩, ৩২, ৩৪, ৩৬ ও ৩৭।
৬.	সিলেট/০৬/মূর্তা অব ২০১৬-২০১৮	দ্বারিরপাড়	দ্বারিরপাড় সংরক্ষিত বন ২০০১-০২ ইং সনে সৃজিত বাগান।	৩৭.০৫	২৬, ৩১, ৩২, ৩৭ ও ৩৭/২৫৫।
৭.	সিলেট/০৭/মূর্তা অব ২০১৬-২০১৮	দ্বারিরপাড়	দ্বারিরপাড় সংরক্ষিত বন ২০০১-০২ ইং সনে সৃজিত বাগান।	২৮.৯০	১৯, ২৪, ২৬, ৩১, ৩২ ও ২৫৫।
৮.	সিলেট/০৮/মূর্তা অব ২০১৬-২০১৮	ধারিরকান্দি	ধারিরকান্দি সংরক্ষিত বন ২০০৩-০৪ ইং সনে সৃজিত বাগান।	৯.৮৮	৯, ১১।
৯.	সিলেট/০৯/মূর্তা অব ২০১৬-২০১৮	রানীখাই	রানীখাই রিজার্ভ ফরেস্ট ১৯৯০-৯১ ইং সনে সৃজিত বাগান।	২১.০০	৮, ১০, ১৮ ও ৪৮।
১০.	সিলেট/১০/মূর্তা অব ২০১৬-২০১৮	রানীখাই	রানীখাই রিজার্ভ ফরেস্ট ২০০৩-০৪ ইং সনে সৃজিত বাগান।	৬১.৭৫	২, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ২০।
১১.	সিলেট/১১/মূর্তা অব ২০১৬-২০১৮	রানীখাই	রানীখাই রিজার্ভ ফরেস্ট ২০০১-০২ ইং সনে সৃজিত বাগান।	২৪.৭০	১১৫, ৪২, ১১১, ১১২।
১২.	সিলেট/১২/মূর্তা অব ২০১৬-২০১৮	রানীখাই	রানীখাই রিজার্ভ ফরেস্ট ২০০৫-০৬ ইং সনে সৃজিত বাগান।	২৪.৭০	১০৬, ১০৮।

ক্রমিক নং	মহাল নং ও সন	মহালের নাম	রিজার্ভ/আনক্লাস	আয়তন	সীমানা বা দাগ নং
১৩.	সিলেট/১৩/মূর্তা অব ২০১৬-২০১৮	রানীখাই	রানীখাই রিজার্ভ ফরেস্ট ২০০৫-০৬ ইং সনে সৃজিত বাগান।	২৪.৭০	১০৬, ১০৮।
১৪.	সারী/০১/মূর্তা অব ২০১৬-২০১৮	উত্তর রাউতগ্রাম	ইউ.এস.এফ	১৪৮.৮৭	১৯, ৪৩, ৪৫, ৪৮, ৮০, ৮৩, ৮৮, ৯২, ১১০, ১১১, ১১৫ ও ১২৩।
১৫.	সারী/০২/মূর্তা অব ২০১৬-২০১৮	বারকীপুর	রিজার্ভ ফরেস্ট ও ইউ.এস.এফ	২৯৬.২০	৩, ৪, ৭, ১০, ১১, ১৪, ১৬, ২১, ৩২ ও ৩৭।
১৬.	সারী/০৩/মূর্তা অব ২০১৬-২০১৮	নাইন্দা ও তিতগুল্লি হাওর (১)	রিজার্ভ ফরেস্ট ও ইউ.এস.এফ	১৮০.০০	নাইন্দা হাওড় মৌজার দাগ নং-১, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৭ ও ১৩৮।
১৭.	সারী/০৪/মূর্তা অব ২০১৬-২০১৮	নাইন্দা ও তিতগুল্লি হাওর (২)	রিজার্ভ ফরেস্ট ও ইউ.এস.এফ	১৮০.০০	তিতগুল্লি হাওড় মৌজার দাগ নং-১, ৪, ৬, ৭, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৪, ৭৫, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৮৮, ৯০ ও ১০৩।
১৮.	সারী/০৫/মূর্তা অব ২০১৬-২০১৮	নিয়াগুল হাওড়	২০০৩-২০০৪ ইং সনে সৃজিত বাগান।	১৩৫.৮৫	৩১, ৩৪।
১৯.	সারী/০৬/মূর্তা অব ২০১৬-২০১৮	সতীর হাওড়	২০০১-২০০২ ইং সনে সৃজিত বাগান।	১৫৮.৮৭	১৭৩।
২০.	সারী/০৭/মূর্তা অব ২০১৬-২০১৮	যোগিরকান্দি	ইউ.এস.এফ	১৩০.০০	যোগিরকান্দি মৌজার দাগ নং-১৮, ২১, ১০৬, ১১০, ১১১, ৩০, ৩৩, ৩৫, ১৪১ ও ১৯৮ এবং নিয়াগুল হাওড় মৌজার দাগ নং-৯(এফ), ১৫(এফ), ১১, ১৬, ১৮, ২২, ২৪, ২৫, ৩৬ ও ৩৭।
২১.	সারী/০৮/মূর্তা অব ২০১৬-২০১৮	পরকুরি বিলেট পাড়।	রিজার্ভ ফরেস্ট ও ইউ.এস.এফ	১২৫.০০	১ ও ১৭৩।

জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, নওগাঁ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৭ মে ২০১৬

নং ১৭.০৪.৬৪০০.০০০.৪১.০০১.১৬.৩৭৭—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১০ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা এর ০৭ মে ২০১৬ তারিখের ১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০৫০.১৬.২৪৫ নং পত্রের আলোকে নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার নির্বাচনযোগ্য ১০টি (মহাদেবপুর, চান্দাশ, সফাপুর, উত্তরগ্রাম, খাজুর, হাতুড়, চেরাগপুর, ভীমপুর, রাইগাঁ ও এনায়েতপুর), বদলগাছী উপজেলার নির্বাচনযোগ্য ০৮টি (মিঠাপুর, আধাইপুর, পাহাড়পুর, মথুরাপুর, বদলগাছী, বালুভরা, কোলা ও বিলাশবাড়ী) এবং নওগাঁ সদর উপজেলার নির্বাচনযোগ্য ১২টি (তিলকপুর, বোয়ালিয়া, কীর্ত্তিপুর, বক্তারপুর, হাপানিয়া, বর্ষাইল, দুবলহাটি, শিকারপুর, শৈলগাছী, চন্ডিপুর, বলিহার ও হাঁসাইগাড়ী) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের সদস্য এবং সাধারণ আসনের সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সংশোধিত সময়সূচি ঘোষণা করছি:

(ক)	রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ	ঃ	১০ মে ২০১৬ (মঙ্গলবার)
(খ)	রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ	ঃ	১১-১২ মে ২০১৬ (বুধবার-বৃহস্পতিবার)
(গ)	প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	ঃ	১৯ মে ২০১৬ (বৃহস্পতিবার)
(ঘ)	ভোট গ্রহণের তারিখ	ঃ	০৪ জুন ২০১৬ (শনিবার)

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশক্রমে

মোঃ হুমায়ুন কবির
জেলা নির্বাচন অফিসার